গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

এবং

সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১,২০১৭- জুন ৩০, ২০১৮

সূচীপত্র

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

উপক্রমণিকা ৫

সেকশন ১: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের রূপকল্প (Vision) অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী ৬

সেকশন ২: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৭

সেকশন-৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৯

সংযোজনী-১ : শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৪

সংযোজনী -২ : কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি.....১৫

সংযোজনী-৩ : কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ১৭

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of Bangladesh Tourism Board)
সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বৎসরসমূহের (০৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

বাংলাদেশকে একটি পরিকল্পিত পর্যটন গন্তব্য হিসেবে উন্নীত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যটন পরিষদের (National Tourism Council) সিদ্ধান্তক্রমে একটি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী মহা-পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ। ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভিত্তিক পর্যটন উন্নয়ন এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রাচীন স্থাপনাগুলোকে পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে উন্নয়ন, প্রচার ও বিপণনের লক্ষ্যে জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা United Nation World Tourism Organization (UNWTO) এর সহযোগিতায় International Conference on Developing of Sustainable and Inclusive Buddhist Heritage and Pilgrimage Circuits in South Asia's Buddhist Heartland শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন। দেশী-বিদেশী পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণের ফলে দেশের ট্যুর অপারেটর এবং বিদেশী ট্যুর অপারেটরদের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক ২০১৬ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে অনুষ্ঠিত Korea World Travel Fair (KOTFA) এ Best Marketing NTO হিসেবে আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন। পর্যটন বর্ষ-২০১৬ (Visit Bangladesh Year-2016) এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং পর্যটন বর্ষ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, পর্যটন সেবার মানোন্নয়নে স্থানীয় টিভি, রেডিও এবং ডিজিটাল মাধ্যমে পর্যটন বর্ষের প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন। গত তিন বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মোট ৫৬ জন বিদেশী ট্যুর অপারেটর এবং মিডিয়া প্রতিনিধিদের জন্য বাংলাদেশে পরিচিতিমূলক ভ্রমণ আয়োজন। কক্সবাজারকে একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রচার ও বিপণনের জন্য দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 'মেগা বীচ কার্ণিভাল ডেস্টিনেশন-কক্সবাজার' আয়োজন। ভিজিট বাংলাদেশের প্রচারকার্যক্রমকে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাথে যৌথ ভাবে প্রচারনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পর্যটকদের নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০ মার্চ' ২০১৬ থেকে ০২ এপ্রিল' ২০১৬ পর্যন্ত ০২ সপ্তাহব্যাপী ইকো গাইড প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রতি বছরেই অনুরুপ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলমান রেখে দক্ষ গাইড তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে যা বেকারত্ব বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা কারা যায়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফল যোগাযোগের ফলে বাংলাদেশ UNWTO Commission For South Asia (CSA) এবং OIC Tourism Minister's Conference এর ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত। গত ২৩-২৫ নভেম্বর-২০১৬ তারিখ কক্সবাজারে PATA New Tourism Frontiers Forum-2016 আয়োজন করার ফলে পর্যটন সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অনুষ্ঠানে UNWTO, PATA, World Bank, IUCN এর প্রতিনিধিসহ প্রায় ১০০ জন বিদেশি প্রতিনিধি এবং ১৫০ জন স্থানীয় অতিথি অংশগ্রহণ করেন। পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত কে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরার লক্ষ্যে ১৪-১৬ জানুয়ারি' ২০১৭ তারিখে ০৩'দিন ব্যাপী "মেগাবীচ কার্ণিভাল কুয়াকাটা-২০১৭" আয়োজন। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সহযোগিতায় ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সমুদ্রগামী ওশান ক্রুজের বাংলাদেশ ভ্রমণের মাধ্যমে বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। আমেরিকা ভিত্তিক সিলভার ডিসকভারার নামক ওশান ক্রুজ গত ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি' ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ০৩'দিন ব্যাপী বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করে। ভবিষ্যতে ওশান ক্রুজের এ বহরে নতুন নতুন ক্রুজ শিপ যুক্ত হবে এবং বাংলাদেশ একটি জনপ্রিয় ওশান ক্রুজ ডেস্টিনেশন হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ায় আত্মপ্রকাশ করবে মর্মে আশা করা যায়। ১৫-১৭ মে' ২০১৭ সময়ে চট্টগ্রামে '29th Joint Meeting of the UNWTO Commission for East Asia and the Pacific and the UNWTO Commission for South Asia' আয়োজন করা হয়।

এ অনুষ্ঠানে UNWTO, PATA এর প্রতিনিধিসহ পৃথিবীর ২৫টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং স্থানীয় ২০০ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। এ আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

২০১০ সালে জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে বিটিবি প্রতিষ্ঠিত হলেও এখন পর্যন্ত জনবল নিয়োগ করা হয়নি। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন থেকে সংযুক্তির ভিত্তিতে নয় জন কর্মকর্তা ও এক জন কর্মচারী এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ থেকে সংযুক্তির ভিত্তিতে এক জন কর্মচারী ও আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োজিত ০৯ (নয়) জন কর্মচারীর মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান, ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে জনবল সমস্যার সমাধান হবে। পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণনে বিটিবি বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম গ্রহণ করে। তবে বিটিবি বা মন্ত্রণালয়ে ট্যুর অপারেটরদের কোন নিবন্ধন না থাকায় বেসরকারি খাতের বড় একটি অংশের বিটিবি বা মন্ত্রণালয়ের প্রতি আইনগত কোন দায়বদ্ধতা তৈরী হয়নি, যা বিটিবি-র কার্যক্রম সম্পাদনে একটি চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডে ক্যাটাগরি ভিত্তিক পর্যটক আগমন বিষয়ক কোন তথ্য-উপাত্ত নেই। ডাটাবেইজ তৈরি করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা যেমন-বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পুলিশের বিশেষ শাখা, বাংলাদেশ মিশন ইত্যাদির নিকট নির্ভরশীল হতে হয়। পর্যটক আগমন সংক্রান্ত ডাটাবেইজ তৈরি করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে সমন্বিত করে কার্যক্রম গহণ বিটিবি'র অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ। পর্যটন একটি বহুমাত্রিক শিল্প। এ শিল্পের উন্নয়ন ও ব্যবস্থানার সাথে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের তাৎক্ষনিক সহযোগিতা পাওয়া বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জাতীয় পর্যটন নীতিমালা বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বিটিবি জাতীয় পর্যটন পরিষদের অনুমোদনক্রমে পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে একটি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী মহা-পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। মহাপরিকল্পনা তৈরীর কার্যক্রম আগামী ২০১৯ সাল নাগাদ শেষ হবে মর্মে আশা করা যায়। মহাপরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্যে পরিণত হবে এবং বাংলাদেশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে মর্মে প্রতীয়মান হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১৬ সালকে পর্যটন বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এতদ্লক্ষ্যে বিটিবি কর্তৃক পর্যটন আকর্ষণ উন্নয়ন ও পর্যটন প্রচারনামূলক ইভেন্ট আয়োজনসহ দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রচারণামূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পর্যটন বর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত এ কার্যক্রম ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনার উন্নয়ন, প্রচার ও বিপণনের লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ, রোড শো/ সেলস মিশন আয়োজন, পরিচিতিমূলক ভ্রমণ আয়োজন, ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচারণা এবং আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন কার্যক্রমসমূহ চলমান থাকবে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

- পর্যটন মহা-পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কাজ সম্পন্ন করা;
- পর্যটন বর্ষ ২০১৬ এর ধারাবাহিকতায় দেশে পর্যটক আগমন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যটন বাজারে প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেমন-আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ, সেলস মিশন ও পরিচিতিমূলক ভ্রমণের আয়োজন;
- পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্রিক কার্ণিভাল আয়োজন;
- নতুন পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে বৃহত্তর বরিশাল জেলায় ব্যাক ওয়াটারস্ পর্যটন উন্নয়ন;
- যুব পর্যটনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলাসমূহে এ্যাডভেঞ্চার ট্যুর পরিচালনা ও উন্নয়ন;
- কমিউনিটি পর্যটন উন্নয়নে দেশের দিনাজপুর, সোনারগাঁও, সুন্দরবন ও মৌলভীবাজারে হোমস্টে কার্যক্রম শুরু করা;
- পর্যটকদের নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষ ট্যুর গাইড প্রশিক্ষণ;
- পর্যটন সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নবাগত ট্যুর অপারেটরদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পর্যটন বর্ষ উপলক্ষ্যে স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশ;
- দেশের পর্যটন পণ্যসমূহকে বর্হি:বিশ্বে তুলে ধারার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক টিভি চ্যানেলে প্রচার-প্রচারণা চালানো;

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

এবং

সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর মধ্যে ২০১৭ সালের জুন মাসের ১৮ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Stragetic Objectvie), কার্যাবলি (Functions)

১.১ রূপকল্প (Vision)

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশকে অন্যতম প্রধান পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

১. সুপরিকল্পিত ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বমানের পর্যটন পণ্য ও সেবার উন্নয়ন।
২. কার্যকরী প্রচার ও বিপণনের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পর্যটন পণ্য ও সেবার বিপণন।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১. পর্যটন শিল্পের পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পর্যটন মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
২. কক্সবাজার ও কুয়াকাটাকে পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রচারের লক্ষ্যে কার্ণিভাল আয়োজন;
৩. বর্হিঃবিশ্বে জনসংযোগ ও প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে পর্যটন গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলা;
৪. স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পর্যটন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য কমিউনিটি পর্যটন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
৫. আন্তর্জাতিক পর্যটন বাজারে প্রবেশের জন্য বিভিন্ন বিপণন কর্মসূচী বাস্তবায়ন;
৬. মানসম্মত সেবা প্রদানে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য পর্যটন সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
৭. পর্যটন শিল্পের স্টেকহোল্ডারদের বিপণন সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
৮. পর্যটন শিল্পে নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা উন্নয়ন;
৯. পর্যটন সুবিধা প্রবর্তন ও উন্নয়ন;
১০. তরুণ সমাজকে পর্যটনে সম্পৃক্ত করনের মাধ্যমে এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন উন্নয়ন।

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. পর্যটন উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন, সুপারিশ প্রদান ও বিদ্যমান পর্যটন সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়তা;
২. পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ বা দিকনির্দেশনা প্রদান;
৩. পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ , সংরক্ষণ, উন্নয়ন, বিকাশ ও গণসচেতনতা তৈরি;
৪. দায়িত্বশীল পর্যটন (Responsible Tourism) বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সরকার, ব্যক্তিখাত, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও, নারী সংগঠন ও মিডিয়ার অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ;
৫. বিদেশী পর্যটন প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশের পর্যটন প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান ও কাজে সমন্বয় সাধন;
৬. বাংলাদেশে পর্যটকদের আগমন এবং অবস্থানকে সহজতর ও নিরাপদ করাসহ অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;
৭. পর্যটন শিল্প সহায়ক সুবিধাসমূহ সৃষ্টি এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান ও দেশে বিদেশে বিপণনের বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বিভাগ বা দপ্তরের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় সাধন;
৮. পর্যটন আকর্ষণের মান নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যটকদের স্বার্থ রক্ষায় মানসম্পন্ন পর্যটন সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৯. প্রতিবন্ধী পর্যটকদের অংশগ্রহণের সুবিধাদি নিশ্চিত করণ;
১০. পর্যটন শিল্পে নারীর অধিকার ও অংশগ্রহণ সংরক্ষণ;
১১. পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য গবেষণা, আন্তর্জাতিক বাজর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণপূর্বক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;
১২. পর্যটন সম্পৃক্ত রুগ্ন শিল্পকে সহায়তা প্রদানকল্পে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;
১৩. পর্যটন সম্পর্কিত যাবতীয় মেলার আয়োজন ও প্রচার বা প্রকাশনামূলক কার্যক্রম গ্রহণে দিকনির্দেশনা প্রদান;
১৪. পর্যটন সংক্রান্ত ডাটাবেস তৈরি;
১৫. সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।